[Sanatan Dharma]

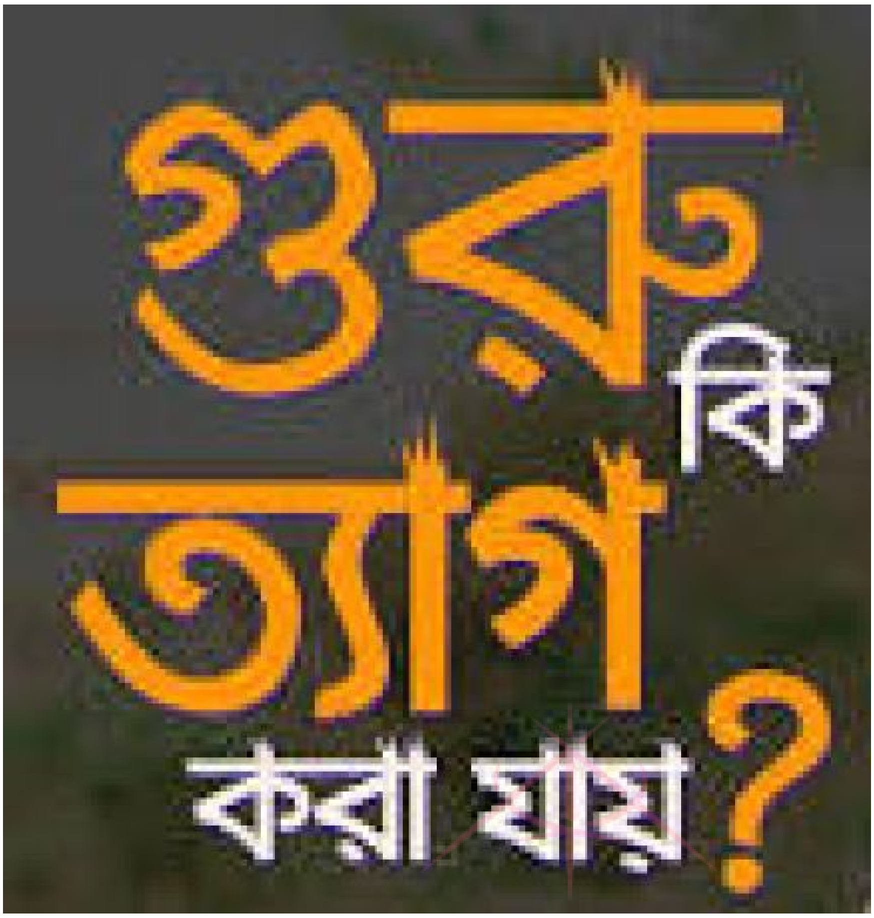

কোন্ পরিস্থিতিতে গুরুকে পরিত্যাগ

শাস্ত্রবিধান অনুসারে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে গুরুকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে?

উত্তরঃ
সাধারণ সূত্র দিয়ে যেরূপ যজ্ঞসূত্রের কাজ চালানো যায় না,তেমনি অসদগুরু দিয়েও পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করা যায় না। গুরুত্যাগ পাপ হলেও অসদগুরু ত্যাগ পাপ নয় –বরংচ পুনরায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যক আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।। কিন্তু শাস্ত্র বিধান অনুসারে শাস্ত্রসম্মত 24-32 লক্ষণযুক্ত সদ্গুরু করণের পর সদ্গুরু ত্যাগ অবশ্যই মহাপাপ বলে কথিত আছে এবং যে ব্যক্তি মতিবিভ্রম বা কুবুদ্ধি বা কামনা বা প্রবৃত্তি/ভৌতবাদে আসক্তবিশত যদি কেউ সদ্গুরু করণের পর সদ্গুরু ত্যাগ করে সে অবশ্যই বহুজন্ম নিপাতে যায়।।

শাস্ত্র অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্যাগ করলে পাপ হবে না:-----
1. গুরুদেব যদি সদগুরু না হন তাহলে বিনম্র অনুমতি নিয়ে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিত।
2. দুর্ভাগ্যবশত যদি জ্ঞানহীন গুরুকরণ হয়ে থাকে তাহলে বিনম্র অনুমতি নিয়ে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিত।
3.গুরুদেব যদি শুধুমাত্র কুলগুরু হন(যদি সদগুরু না হন) তাহলে বিনম্র অনুমতি নিয়ে সেই গুরুদেবকে প্রণামপূর্বক, পুনরায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যক

আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।

4.গুরুদেবে এর মধ্যে শাস্ত্রসম্মত 24-32 লক্ষণ না থাকে এবং আর দুর্ভাগ্যবশত সেই গুরুকরণ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই বিনম্র অনুমতি নিয়ে সেই গুরুদেবকে প্রণামপূর্বক, পুনরায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে সদগুরু করন অতি আবশ্যক আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনের জন্য ।

5. গুরুদেবে যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ধর্মবিরুদ্ধ / কলিস্থানসেবী / অভিমানী / ব্যভিচারী বা পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিত।

6. গুরুদেবে যদি নাস্তিক / সমন্বয়বাদীপাষন্ড / ভৌতবাদী হন তাহলে সেই গুরুদেবকে সঙ্গেসঙ্গে ত্যাগ করা উচিত।

7. গুরুদেবে যদি মিথ্যাচারী / ধর্ম/শাস্ত্র/ ভগবদ্নিন্দুক হন তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিত।

8. গুরুদেবে যদি শাস্ত্র ও ভগবদ্ বিদ্বেষী হয়ে পড়েন তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিত।

9. বিবেক বিচারহীন-অনুশাসনজ্ঞানহীন-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞানহীন গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

10.যে গুরু জ্ঞান এবং উপদেশ দানের পরিবর্তে ধন এবং সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা করে সেই গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত ।

11.কৌলিক ও লৌকিক, শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত লোককল্যাণচিন্তাহীন এবং মন্ত্রব্যবসায়ী গুরু পরিত্যাজ্য।

12. ভগবতভক্ত বা ধার্মিকতার অভিনয়কারী এবং পার্থিব জগতে স্বার্থপর গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

13. কর্মকান্ডী বৈদিকগনও প্রকৃত আত্মজ্ঞান রূপে গুরুত্বশূন্য হেতু সেই গুরুকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত ।

14. তত্ত্বভ্রমী গুরু এবং পরশ্রীকাতর কাতর দোষে দুষ্ট গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

15. সম্প্রদায়অভিমানে যিনি অভিমানী- এইরকম গুরু অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

তাই শাস্ত্র বলছে উপরোক্ত এই 15 রকম লক্ষণযুক্ত গুরুকে জীবনের আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য প্রথম থেকেই গুরুকরণ করবে না এবং শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণযুক্ত সদ্গুগুরুকেই একমাত্র প্রথম থেকেই গুরু হিসাবে গুরুকরন করবে –তাহলে ভবিষ্যতে কখনোই গুরুকরণের পর আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য পুনরায় গুরুত্যাগ করার প্রয়োজন পড়বে না। কোন আশ্রমযুক্ত অথবা কোনসম্প্রদায়যুক্ত অথবা গৃহস্থ অথবা সন্ন্যাসী অথবা বৈষ্ণব বা শক্তি উপাসক বা যেকোনো উপাসকই হোন না কেন শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণহীন ব্যক্তিকে গুরু হিসেবে গুরুকরণ না করায় অবশ্যই শ্রেয়,অর্থাৎ যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ সাধনার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত 24 থেকে 32 টি লক্ষণের মধ্যে লক্ষণযুক্ত তার কাছেই একমাত্র গুরুকরণ করা উচিত।

একমাত্র দুর্ভাগ্যবশত অথবা অজ্ঞানতা যারা যেকোনো কারণ বা যে কোনভাবেই হোক বা শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে গুরুকরণ করেছে তাদের জন্যই আধ্যাত্মিক পরম উন্নতির জন্য উপর লিখিত গুরুরত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রসম্মত 24 থেকে 32 লক্ষণযুক্ত পুনরায় সদ্গুগুরুকরণ হেতু শাস্ত্র বিধান দেওয়া হইল।